সিমলা শিক্ষা সম্মেলন ১৯০১ সালের [illegible] সিমলায় একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে যোগদান করলেন প্রতিটি প্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তা, কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ ড. মিলার। তবে এই সম্মেলনে কোনও ভারতীয় শিক্ষাবিদকে আমন্ত্রণ করা হয়নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এই সম্মেলন চলেছিল। এই সম্মেলনে শিক্ষা সংস্কার সংক্রান্ত ১৫০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন-১৯০২ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য লর্ড কার্জন ১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। টমাস র‍্যালের নেতৃত্বে এই কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ হাসান বিলগ্রামী এই দুজন ভারতীয় সদস্য ছিলেন।

সুপারিশ

(১) ব্যাঙ্গালোর, ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিবান্দ্রম, আলিগড়, নাগপুর প্রভৃতি জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনা চলছিল। কমিশন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বিকার করে উক্ত জায়গাগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির পরিকল্পনাকে বাতিল করার কথা বলে।

(২) কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তোলার বিরুদ্ধে আবেদন জানানো হয়।

(৩) কমিশন সুপারিশ করে, স্নাতক স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব কলেজগুলি এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গ্রহণ করবে।

(৪) সেনেটে সদস্যসংখ্যা ৫০ এর বেশি ও ১০০ এর মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়া কমিশন সুপারিশ করে সেনেটের সদস্যদের কার্যকাল ৫ বছরের বেশি হবে না।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবে সিন্ডিকেট। সিন্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা থাকবে ৯-১৫ এর মধ্যে। এঁরা সেনেটের সদস্যদের দ্বারা নির্ধারিত হবে। কমিশন সিন্ডিকেটকে আইনগত মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছে।

(৬) অনুমোদন পাওয়ার জন্য কলেজগুলিকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন কলেজের পরিচালক মণ্ডলী ও যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপক থাকতে হবে, কলেজে পাঠাগার, গবেষণাগার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকতে হবে। কোন কলেজ দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ রূপে চিহ্নিত হলে তাকে অনুমোদন দেওয়া যাবে না।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, ছাত্রাবাস, খেলার মাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা করার কথা কমিশনে বলা হয়।

(৮) ইংরেজি ভাষায় এম.এ পরীক্ষার্থীকে মাতৃভাষা বা অন্য একটি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ভাষা পাঠ্যবিষয়রূপে গ্রহণ করতে হবে।

(৯) প্রবেশিকা পরীক্ষার মানোন্নয়ন করার কথা কমিশনের সুপারিশে বলা হয়।

(১০) ইন্টার মিডিয়েট স্তরের বিলোপসাধন করতে হবে এবং তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪ ১৯০২ সালের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য লর্ড কার্জন Imperial Legislative Council এ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি উপস্থাপিত করা হয়। ১৯০৪ সালে ২১ মার্চ বিলটি পাশ হয়। এই বিলটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯০৪ নামে পরিচিত হয়। এই আইনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিম্নলিখিত—

(ক) বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, গবেষনাগার ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা, ছাত্রাবাস স্থাপন প্রভৃতি কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর অর্পন করা হল।

(খ) [illegible] শিক্ষনধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়।

(গ) সেনেটের সদস্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ করা হল। আইনে স্থির করা হল ফেলোর সংখ্যা ৫০ জনের কম ও একশ জনের বেশি হবে না। আজীবনের পরিবর্তে ফেলোর কার্যকাল হবে পাঁচ বছর।

(ঘ) কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৪ জন এবং পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ জন করে ফেলো নির্বাচনের ভিত্তিতে গৃহীত হবে।

(ঙ) Vice Chancellor, D.P.I ও ৭-১৫ জন সদস্যকে নিয়ে সিন্ডিকেট গঠিত হবে। যথেষ্ট সংখ্যক অধ্যাপককে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দান করা হয়।

(চ) এই আইনে কলেজের অনুমোদন ও পরিদর্শন ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(ছ) এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকা সুনির্দিষ্ট করার ক্ষমতা বড়লাটের উপর দেওয়া হয়।

(জ) সেনেটের আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা থাকলেও তা কার্যকর করতে হলে সরকারি স্বীকৃতি অর্জন করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে লর্ড কার্জনের প্রস্তাব

(ক) স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাদেশিক রাজস্বের একটি অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান করার কথা বলা হয়। শিক্ষক শিক্ষণের সময়সীমা ন্যূনতম দু'বছর করার সুপারিশ করা হয়।

(গ) গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কৃষিবিদ্যা অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করা হয়।

(ঘ) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদানের রীতি পরিহারের সুপারিশ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে লর্ড কার্জনের প্রস্তাব

(ক) সরকারি অনুমোদন ছাড়া মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

(খ) বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে অধিকমাত্রায় অনুদান দিতে হবে।

(গ) পাঠ্যক্রমকে বাস্তবসম্মত ও জনমুখী করতে হবে।

(ঘ) অধিকমাত্রায় শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মান করতে হবে।

(ঙ) বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।

(চ) বিদ্যালয়গুলির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে।

লর্ড কার্জনের অন্যান্য শিক্ষা সংস্কার

(ক) বৃত্তিশিক্ষা : বৃত্তিশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কারিগরী, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। কার্জনের নির্দেশে পুণায় কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এছাড়া তিনি ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যে কৃষি মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলার কথা বলেন।

(খ) নারী শিক্ষা : নারীদের জন্য পৃথক মডেল স্কুল স্থাপন করা হবে। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হবে। এছাড়া মহিলা বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শিকা থাকবে।

(গ) প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ : কার্জন এদেশের গৌরব বিজড়িত স্মৃতিস্তম্ভ ও প্রাচীন চিত্রকলার নিদর্শনগুলি রক্ষার জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া তিনি স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করেন। তিনি তার আত্মজীবনীতে বলেন— "The viceroyalty of India was the dream of my childhood, the fulfilled ambition of my manhood."

(ঘ) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দিতে হবে।

Scanned with CamScanner